প্রকাশক—
বিমলকুমার আচার্য
৮, নীলাম্বর মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

বৈশাখ, ১৩৫৯

মুদ্রাকর—
শ্রীবামাচরণ মণ্ডল
রাণীশ্রী প্রেস
১১-বি, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

—পরিচিতি—

গুঞ্জনের কবি শ্রীমান্ বিজনকুমার আচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়কেই আজও আশ্রয় করে আছেন। তিনি স্বভাবে স্বভাব-কবি। বহু কবিতাই লিখেছেন। রচনায় অনায়াস-প্রয়াস চখে পড়ে। 'গুঞ্জন' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। যে গুঞ্জন আপনাদের শ্রবণে আজ তিনি ধ্বনিত ক'রে তুলেছেন, বলা বাহুল্য যে, এ কোনও কুসুমকুঞ্জে মধুসন্ধানী ভ্রমরের অশ্রান্ত গুঞ্জন নয়। এ গুঞ্জন একান্ত নিভৃত পরিবেশে কণ্ঠলগ্না প্রিয়ার কানে কানে প্রণয়-বিহ্বলের অস্ফুট মৃদু বাণী, যে বাণী তার মূর্চ্ছনার গুণে অনুরণিত করে তুলেছে বাগ্দেবীর বীণার তারে ছন্দমধুর সুরঝংকার। এতে বিরহের অমিত্রাক্ষর মন্দাক্রান্তা নেই, আছে মিলনের ললিত মিত্রাক্ষরা। আছে মালতীলতা, চম্পকাবলি।

কিন্তু, প্রেমের কাব্য বলতে যা বোঝায় 'গুঞ্জন' সে জাতীয় কাব্য নয়। একে গীতিকাব্যও বলা চলে না। এ একখানি স্বচ্ছন্দগতি সরল-বোধ্য খণ্ডকাব্য, যে কাব্য ফুলের নীরব ভাষাকে সরব ক'রে তোলে, চন্দ্রালোকের রহস্যময় অবগুণ্ঠন খুলে দেয়, ফাল্গুনের দক্ষিণ সমীরণের সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে আনে শিহরণ। মানুষ এ কাব্যগীতি ভালবাসে মিলন অভিসারের আনন্দ-অবকাশে। এ কাব্যের সূতিকাগারও সেইখানেই। কবি তাই গুঞ্জনের 'আমুখ' শ্লোকে অকপটে স্বীকার করেছেন—

"বিমলানন্দ আনিল ছন্দ
পরাণে টানি,
দিয়ে তাই রচি এই গীতি-মালা
কণ্ঠে তোমার দুলাইনু বালা—"

পরিচিতি

প্রিয়ার কণ্ঠে যখন দুলিয়ে দিতে পেরেছেন কবি তাঁর এই গীতিমালা তখন অকুণ্ঠ কণ্ঠেই বলা যায় মালা তাঁর সার্থক হয়েছে। গুঞ্জরণের প্রথম প্রারম্ভেই পাই, প্রেমাস্পদের মনে প্রথম ভালবাসার সলজ্জ সপ্রতিভ মান অভিমান। আর, সেই ত আমাদের শাশ্বত কালের কাব্যের উপাদান। প্রতিভাবান্ ও শক্তিশালী কবির শিল্প-সিদ্ধ হাতে পায় তা' বারে বারে নব নব রূপের নবীন ব্যঞ্জনা! কারণ, কাব্যের ও সঙ্গীতের যা মূলবীজ তা' নিহিত থাকে ওইখানেই। কবি বলছেন:—

"তোমার বাণীর ঝংকারেতে
চিত্তে জাগায় গান,
তোমার চলার ছন্দটুকু
খোঁপার ফুলের গন্ধটুকু
না হয় ভাল লাগে আমার—"

এই 'ভাললাগাই' হ'ল সংসারে সকল শিল্পসৃষ্টির প্রধান প্রেরণা। শুধু কাব্য ও সঙ্গীতই নয়, রম্যকলা ও ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও কারুশিল্প, এ সকলই সৃষ্টি করে মানুষ, যখন তার ভাব ও কল্পনাকে কোনও একটা ছোটবড় ভালো লাগা সজোরে একটু নাড়া দেয়! কারণ, এর পরই আমরা গুঞ্জনের মধ্যে শুনতে পাই জ্যৈষ্ঠের খরতাপে—

"আলুলিত কেশ পাশ
শিথিলিত বেশ-বাস
ছবি সম বসে আছে
আনমনা দৃষ্টি—"

এই ছবিই কবিকে কাব্যরচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু কবি তাঁর ছন্দের ভাষায় আপন মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে সহসা অনুভব

করতে পেরেছেন এ বস্তু বাহিরে প্রচারের নয়, এ তাঁর নিজেরই অন্তরের একান্ত আপন অনুভূতি :—

"অন্তরে জ্বলে আলো,
কিবা কাজ বাহিরেতে
জ্যোতি তার প্রকাশে,
মেঘে ঢাকা সে যে চাঁদ
মোর মন-আকাশে।"

কিন্তু, আকাশের মেঘও সরে যায় এবং চাঁদও আকাশে প্রকাশ পায়। মনের আকাশের কারবারও সমধর্মী। তাই, কবিকে যে ছবি চঞ্চল করে তুলেছিল সেই চকিত চপলার প্রেমালোকে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর অন্তর-লোক দীপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রকাশের আকুতি ও সৃষ্টির বেদনাই শুধু কবিকে আকুল করে তোলেনি, ব্যাকুল করে তুলেছে কবিকে তাঁর বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রতিফলিত প্রিয়ার নিত্য নব নব রূপের অপরূপ প্রকাশ-মাধুর্য—

"যতই তোমায় দেখি প্রিয়া
নোতুনতর লাগে,
ওই রকমটি মনে হয়
দেখিনি যেন আগে—"

প্রিয়ার রূপের এই বৈচিত্র্য আলোচ্য কাব্যের শেষ পর্যন্ত কবিকে টেনে নিয়ে চলেছে দেখি তাঁর ভাব-মন্দাকিনীর স্রোতে কত অভিনব কল্পনার স্বচ্ছন্দ তরঙ্গ তুলে। কবির জীবনকুঞ্জে তখন প্রেমের 'মধুবাতা

ঋতায়তে!" যাকিছু তাঁর চখে পড়ছে, প্রেমোন্মাদ কবির মুগ্ধদৃষ্টিতে সকলই সুন্দর—

"সামনে বাড়ীর আল্‌সেতে
ভিজচে বসে দু'টি কাক,
করছে আদর চঞ্চু দিয়ে
লাগছে মিঠে তাদের ডাক!'

প্রেমের এই তুরীয় অবস্থায় কবির তৃতীয় নেত্র খুলে যায়, তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ঘটে। অতি তুচ্ছতম বস্তুও তখন কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে না। কাক ও কোকিলে অভেদ হ'য়ে যায় তাঁর কাছে। কলঙ্কের কালিকে মনে হয় প্রিয়ার চখের কালো কাজল! এমনি ক'রে দিনের পর দিন রাতের পর রাত, কত আগত ও অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন, কত অতীত ও বর্ত্তমানের ঘটনা কবিকে মান অভিমানের মানস রতিরঞ্জিত বিরহ-মিলনের মধ্যে ক্রমাগত আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করেছে। এই সঙ্ঘর্ষ জীবনে যতই উগ্র হয়ে উঠেছে কবির কল্পনা পেয়েছে ততই ভাবলোকে উদ্দাম গতি, কিন্তু, কোথাও তাঁর মানসিক ভারসাম্যের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটেনি, এটা কবির সংযমেরই নিদর্শন।

মাধুকরী বৃত্তি তাঁর প্রেমের ব্রত নয়, তিনি পত্নীগতপ্রাণ একনিষ্ঠ প্রেমিক। তাই, কবি তাঁর প্রিয়ার কাছে কবুল করেছেন—

"সত্যি বটে তোমার ছবি
ফিরে ফিরেই আঁকি!

কিন্তু, কেন আঁকেন? ফিরে ফিরে একই ছবি তাঁর কল্পনায় ভাসে কেন?

"আমার ভাঙা ঘরের কোণে
রূপটি তোমার স্বপন বোনে"
"—নূতন করে পেতে তোমায়
নিতুই জাগে সাধ!"

'গুঞ্জন' কাব্যের আদ্যোপান্ত তাই কেবলমাত্র নবোঢ়ার প্রেমের চটুল গজল গীতিই নয়, সকল বয়সের সকল অবস্থার বাস্তব জীবনের ছবি এতে আছে। আছে দৈনন্দিন সংসার-যাত্রার চিত্র, অতি সাধারণ গৃহকোণের পটভূমিকায়। মেসের ছেলের মুগ্ধ চোখে পাশের গৃহস্থবাড়ীর ফ্রকপরা মেয়েটি কেমন করে বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে উঠলো, কবে তার রঙীন ডুরে শাড়ীর অঞ্চল আড়ালে নব যৌবনের চিত্তাকর্ষক আবির্ভাব ঘটলো, একদা যে ছিল তন্বী তরুণী প্রিয়া সে কবে আবার তার রংকরা বাহারী শাড়ী ছেড়ে লাল পেড়ে গরদের বসনে গৃহিণীর স্থূলতনু ঢেকে পূজার পুষ্প-অর্ঘ নিয়ে গৃহদেবতার মন্দিরে প্রবেশ করলেন, কবিপ্রিয়ার নব নব রূপের সে ক্রমবিবর্তন কবির দৃষ্টিকে বার বার মুগ্ধ করেছে। সর্ব রূপেই পরাণ-প্রিয়া তাঁর কাছে হয়ে উঠেছেন মধুর ও মনোহর!

গুঞ্জনের কবি সহজিয়ার সাধক, পরকীয়ার প্রেমিক নন। যে মেয়েটিকে জীবন-প্রভাতে একদা তিনি অপরিণত মন নিয়ে ভাল-বেসেছিলেন, তাকেই উত্তর জীবনে পত্নীরূপে পেয়ে তাঁর জীবন ও যৌবন সার্থক মনে হয়েছে। কবির সে মানসী আজ শুধু কবির পত্নী নন, তাঁর প্রেমিকা, তাঁর সখী-সচিব-মিত্র-সহধর্মিণী-প্রণয়িনী সকলই তিনি। কবির এই সুগভীর পত্নীপ্রেমই গুঞ্জনের সকল গুঞ্জরণকে এমন একটি সহজ স্বাভাবিক প্রীতির রসে অভিসিঞ্চিত করে তুলেছে যে নিজ নিজ বিবাহিতা স্ত্রীকে যাঁরা যথার্থই ভালবাসতে পেরেছেন তাঁদের কাছে আমার বিশ্বাস—'গুঞ্জন' হয়ে উঠবে 'গীতাঞ্জলি'র মতই সমাদৃত। কারণ, প্রিয়াকে তাঁরা এর মধ্যে আবার নূতন করে পাবেন—প্রেয়সীর বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক রূপে—যে রূপ একদিন দিবসে নিশীথে তাঁদেরও চখে ভাল লেগেছিল।

দোষ-ত্রুটি এ গ্রন্থে যা আছে ভূমিকায় তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কারণ, ভূমিকা সমালোচনা নয়, প্রশংসাপত্রও নয়, কবি ও তাঁর কাব্যের

পরিচিতি

সামান্য একটু পরিচয় মাত্র। তাছাড়া, এক্ষেত্রে কবি নিজেও সে সম্বন্ধে সচেতন। তাই 'আমুখে' তিনি মিনতি করছেন—

"জানি আছে মোর সীমাহীন ত্রুটি

...."

অতএব ভূমিকা লেখকের গুঞ্জনও এইখানেই শেষ করলাম।

২৫।২।৫২
"ভাল-বাসা"
৭২, হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা-২৯

নরেন্দ্র দেব

শ্রীমতী নমিতা দেবীর

করকমলে-

ঐ তনু মন ভ'রে কী স্বপন,
—নায়ক আমি ?
মন্ত্রের জোরে বাঁধিয়াছি তোরে,
—হয়েছি স্বামী ?
জানি আছে মোর সীমাহীন ত্রুটি
নয়নেতে তবু আনে না ভ্রূকুটি !

মনে হয় শুধু মোর লাগি তোর
জগতে আসা ?
কোথায় শিখিলি প্রেমিকা গৃহিণী
এ ভালোবাসা ?

জন্মান্তরের !—ধন্য রে তুই,
অবাক্ মানি,
বিমলানন্দ আনিল ছন্দ,
পরাণে টানি ।
দিয়ে তাই রচি এই গীতি-মালা
কণ্ঠে তোমার দুলাইনু বালা,

নব-বর-বেশে আসিলে আবার
পরাণ-বধূ,
স্বাদ যেন পাই গলান হিয়ার
এমনি মধু ॥

প্রথম ছত্রের সূচী

গুঞ্জন

[১]

বাস্‌বো তোমা' ভালো !
মোটেই নয় রঙ্‌ যে তোমার
নেহাত ওগো কালো।
না হয় হ'লো দৃষ্টি তোমার
ঝলকে ওঠা আলো ;
তাই ব'লে কি তোমায় সখি
বাস্‌তে হবে ভালো ?

না হয় মানি কণ্ঠে তোমার
জুড়ায় আমার প্রাণ ;
তোমার বাণীর ঝংকারেতে
চিত্তে জাগায় গান।
তোমার চলার ছন্দটুকু
খোঁপার ফুলের গন্ধটুকু,
না হয় ভালো লাগে আমার
তাইতে অভিমান !
ব'লতে হবে বাসি ভালো
ভাঙ্‌তে হবে মান ?

গুঞ্জন

কালো রূপের অথৈ জোয়ার
লাগ্‌ছে মনের কূলে
তাই ব'লে কি তোমায় ভালো
বাস্‌বো মনের ভুলে ?
পাত্‌লা ঠোঁটের ঈষৎ হাসি
হ'লই না হয় ভালোই বাসি,
তাই ব'লে কি রইবে দূরে
ক'রবে অভিমান !
চুমায় তোমা' রাঙিয়ে দিয়ে
ভাঙ্‌তে হবে মান !

অমন গরব নয়কো ভালো
বল্‌ছি তোমায় রাণী,
বুকের মাঝে গুম্‌রে ওঠা
তোমার সকল বাণী,
লুকিয়ে যদি রাখই লাজে
অবুঝ এ মন বুঝবে না যে,
মোর সোহাগে সোহাগিনী
কেমন ভালোবাসে,
ছুতানাতায় অমন-ই সে
তাইতো কাছে আসে ॥

[২]

জ্যৈষ্ঠের খরতাপে
জ্বলে মন অগণন,
প্রণয়ের বারিধারা
কেবা করে সিঞ্চন ?
এলো মেঘ আকাশে
সাদা কালো ফ্যাকাশে
উড়ে চলে হু-হু ক'রে
মন তার সাথে ধায়,
যেথা আছে প্রিয়া মোর
বাতায়নে ব'সে হায় !

আলুলিত কেশপাশ
শিথিলিত বেশ-বাস্‌
ছবি-সম ব'সে আছে
আনমনা-দৃষ্টি
চক্ষে কী ঝরে জল
শ্রাবণের বৃষ্টি !

গুঞ্জন

ঐ দেখ এল জল
চাতকের তুষ্টি ;
ব্যথাতুর হৃদয়েতে
বিরহের পুষ্টি !
নেই কাছে কান্ত
তাই কি অশান্ত,
জ্বলে হৃদি ধিকি ধিকি
বাহিরেতে বৃষ্টি ;
নিশ্চল পাথরের
সে কী পরা স্থষ্টি !

অথবা সে ধরে গান
বাদলের বাতাসে,
উদ্দামে সেই সুরে
কেঁদে মরে হুতাশে !
আমার এ বাতায়নে
পবনের শন্‌শনে,
ঘুরে যায় চকিতে
সে সুরের রেশটা,
আনমনা করিয়া
আমারেও শেষটা ॥

[৩]

বোল্‌বো না নাম তার
সে যে বড় খেয়ালী,
ভালোবাসা তার যেন
একটুকু হেঁয়ালী ;

চ'টে যায় ক্ষণেকে
রাগী বলে অনেকে ;
জানি আমি বুকে তার
ভালবাসা দেয়ালী
নিঃশেষে পান করি
রূপ-সুধা পেয়ালী ।

বাহিরে দেখে লোক
খুন্‌সুটে স্বভাবে
মাধুরী নেই কোন
প্রীতি-প্রেম-অভাবে,

আমি বলি, ঐ ভালো
অন্তরে জ্বলে আলো
কিবা কাজ বাহিরেতে
জ্যোতি তার প্রকাশে,
মেঘে ঢাকা সে যে চাঁদ
মোর মন-আকাশে ;

আবছায়া সেই আলো
কত যে রে লাগে ভালো,
কেমনে তা বলি বল
তোমাদের সকাশে ;
ধবধবে সাদা চাঁদ ?
—আলো তার ফ্যাকাশে

[৪]

যতই তোমায় দেখি প্রিয়া
নোতুনতর লাগে
ওই রকমটি মনে হয়
দেখিনি যেন আগে !
ডাগর চোখে ঐ যে চাওয়া
ার সে কি মলয় হাওয়া !
কতক বুঝি, কতক আবার
বুঝেও বুঝি না যে ;
কী যাদু হায় আছেই তোমার
চোখের তারা মাঝে !

তোমার মুখের ঐ যে হাসি
ব'লছে সে কি ভালোবাসি ?
আমি তো বুঝতে নারি
আভাসে তোমার ভাষা
মনেতে শঙ্কা জাগে
মেটে না প্রাণের আশা

গুঞ্জন

কাজল আঁখির কোণে
বিজলী চমকে ক্ষণে ;
আমারি অনুরাগের
ও কি গো নতুন ভাষা ?
মনেতে শঙ্কা জাগে
মেটে না প্রাণের আশা ।

তোমারি ছলাকলা
সে কি গো মোরে বলা,
প্রেমেরি গরবেতে
তুমি যে গরবিণী ;
নিতুই নব-সাজে
কেমনে তোমা' চিনি ?

এলোচুল তোমার পিঠে
ছড়ান সে বড়ই মিঠে,
আবার, খোঁপায় দেয়া
আধফোটা বেলের মালা ;
পলকে নতুন করে
ভাঙ্গে যে মনের তালা ।

আঠার

চরণ দুইটি কি রে
রাঙায়ে নিয়েছ ধীরে,
নিঙাড়ি পলাশফুলের
যত কি প্রাণের সুধা ?
নেহারি তাইতো তোমায়
মেটে না আমার ক্ষুধা ।

ও বর তনুটিরে
খেয়ালে নিচ্ছ ঘিরে,
জাফরানি রাঙা শাড়ি
আস্‌মানী ওড়নায় ;
উচ্ছল চঞ্চলা
ভাব-রস-বন্যায় ।

কখনও শ্যামল শ্রী
নত-আঁখি গোপন-হ্রী,
চপলতা নাহি কোন
অস্ফুট বাণী ;
সরমের বোরখাটি
নাও কি গো টানি ?

[৫]

মেঘলা দিনের চিঠি তুমি
চেয়েছ আজ আমার কাছে ;
শঙ্কা জাগে তাইতো মনে
তেমন ভাষা আমার আছে ?

ঝরছে জল অবিরল
তাহার সাথে হাওয়ার দোলা
ঝাপ্‌টা দিয়ে যাচ্ছে চ'লে
সকল আমার দুয়ার খোলা।

জান্‌লা দিয়ে দেখছি চেয়ে
যতদূর যায় গো দৃষ্টি
বড় মধুর লাগে আমার
টাপুর টুপুর এমনি বৃষ্টি।

সামনে বাড়ীর আল্‌সেতে
ভিজছে ব'সে দু'টি কাক,
ক'রছে আদর চঞ্চু দিয়ে,
লাগছে মিঠে তাদের ডাক !

জল জ'মছে রাস্তাতে
নৌক ভাসায় কাদের ছেলে
বোন্‌টি তার পিছন হ'তে
ঢেউ দিয়ে দেয় তারে ঠেলে।

মনে হয়, ব'লছে যেন কারা
রূপকথারি সেই ছড়াটি তারা,—

"হিজল কাঠের নাও
সেই দেশেতে যাও—
প্রিয়া যেথায় আছে ব'সে
আমার তরে হায়,
দু'চোখেতে ঝ'রছে জল
ব্যথার দরিয়ায়।"

হয়তো বা ব'লছে নাক কেউ
ও শুধু আমার মনের ঢেউ,
আছড়ে পড়ে মনের তটে
হ'চ্ছে খান্‌খান্‌,
মেঘলা দিনে সজল হাওয়ায়
মেঘমল্লার তান॥

[৬]

কাল রাতে উঠেছিল এক ফালি চাঁদ
আকাশের মাঝখানে সাদা মেঘ ফাঁকে।
মনে হ'লো ঠিক যেন দেখেছি তোমাকে,
আমারে দেখিতে বুঝি হয়েছিল সাধ ?

তাই বুঝি পেতেছিলে, আকাশেতে ফাঁদ
কেমনে পতঙ্গ পড়ে সে জালের পাকে।
হে নিঠুরা, কী আনন্দ বন্দী ক'রে তাকে
শুনিতে লাগে কি ভাল মর্ম আর্তনাদ ?

দূর হ'তে তাই বুঝি ও তোমার ছল,
আমি ভাবি ক্ষীণতনু বিরহ-বিধুর,
কলঙ্কেরি কালো দাগ, চখের কাজল !
নাহি হোক ম্লান তব সিঁথির সিঁদুর
অলখিতে আসে যদি নয়নেতে জল
একান্তে রহিব তবু আমি অতি দূর ॥

[৭]

দোদুল চালে ঐ যে চলে
আপন মহিমায়
কৈশোরটা পেরিয়ে এলো
যৌবন-সীমায়।
কচি ও কাঁচা হাত-পা যে লো
পূরন্ত হায়, রূপটি পেল!
ওড়না খানা রয় না থির
কাঁধেই রাখা দায়,
খসা আঁচল তুলতে কাঁধে
আড়নয়নে চায়।

রঙে তাহার ছোপ দিয়েছে
ফুটন্ত গোলাপ,
ফেনিয়ে ওঠা মদের ফেনা
তুলছে মাথা সাপ।
আঁখির কোণ বিজ্‌লী হানে
ডুবায় তরী রূপের বানে ;
দাঁতের ফাঁকে আপেলখানা
একটু দেখা যায়,
চমক-হানা দৃষ্টি তারি
হাওয়াতে মিলায়।

গুঞ্জন

আর এক যেন পদ্মখানি
কাশ্মীরি হ্রদে ;
খুল্‌ছে ধীরে পাপড়িগুলো,
তরতরে নদে ।
বোটের রেলিঙ ক'রে ভর
বিদেশীরে আনছে ঘর,
দিচ্ছে বিদায় ক'দিন পরে
নীলনয়নে হেসে ;
পথিক মনে স্মৃতি টেনে
চ'লছে ও সে ভেসে ।

ঝোপ বেঁধেছে চিনার গাছ
স্বপ্ন দিয়ে জোড়া,
নীলাকাশের একটু কোণ
স্বর্ণ দিয়ে মোড়া ।
নানা রঙের উড়ছে পাখী
পাখায় বাঁধা রঙের রাখী ;
টুক্‌রো মনের স্বপ্ন সে কি
হাওয়ায় চলে ভেসে,
অকারণে শিহর দিয়ে
ওরি মনের দেশে ।

কতো পথিক দেখায় লোভ
বাঁধতে ওরে ঘর ;
বলেই তারে, "থাক্‌বে কেন
এমনি যাযাবর ?
তোমার তরে বাজবে বাঁশী
হীরে মুক্তো রাশি রাশি,
বুকটি চিরে রক্ত দেব
ঐ চরণের 'পর।"
কতো পথিক দেখায় লোভ
বাঁধতে তারে ঘর ॥

**
*

চল্‌তেছিল এমনি লেখা
উধাও কল্পনা ;
পিছনেতে বাজলো হঠাৎ
চুড়ির ঝন্‌ঝনা।
একটু হেসে একটু কেসে
বল্লে প্রিয়া অবশেষে,
'লিখছ তো বেশ বাগিয়ে কলম
রূপের ব্যঞ্জনা ;
বাড়ীর পাশে থাক্‌তে যে গো
মেসেই কজনা।

দেখেছিলে ছেলেবেলায়
আমায় পুতুল-খেলায়,
ফ্রক ছেড়ে প'রতে শাড়ী
কলেজ যাবার বেলায়,
তাই ব'লে কি যখন তখন
তোমার লেখায় আমার স্বপন,
ছড়িয়ে দেবে এমন ক'রে
হায় বাহাদুর কবি ;
যেথায় দেখি রূপ ফুটেছে
সবই আমার ছবি !"

"সত্যি বটে তোমার ছবি
ফিরে ফিরেই আঁকি
হাতের কাছে এমন মডেল,
খুঁজবো কোথা, সাকী ?
আমার ভাঙ্গা ঘরের কোণে
রূপটি তোমার স্বপন বোনে ;
সেই স্মৃতিরি ঝলকটুকু
সবই মনে রাখি ;
সময় পেলেই ঝরণা কলম
তাই চলে যে আঁকি।

সে তো শুধু নয়কো তোমার
রূপের ফটোগ্রাপ,
আবছা ঐ একটু দেখায়
রঙের কতো ছাপ ;
লাগিয়ে চলি আপন মনে
শিহর আনে সেই সৃজনে;
নূতন ক'রে পেতে তোমায়
নিতুই জাগে সাধ ;
রেখায় শুধু আঁকবো ছবি
সাধবে তাতে বাদ ?"

[৮]

চোখের থেকে পর্দ্দা গেল, দেখছি দূরে চেয়ে,
আস্‌ছে দিনের ছবি ফুটলো, আসছ তুমি নেয়ে,
তসর কাপড় জড়িয়ে আছে আগের তনু, স্থূল
লাল পাড়েতে লাল সিঁথিতে মিলেছে বিলকুল,
কাঁচা-পাকা চুলের গোছে গন্ধতেলের গন্ধ
চলার তালে লেগেছে এক নোতুনতর ছন্দ,
শান্ত দুটি চক্ষু মেলে, স্মিত হাসি হেসে
ঢুকলে তুমি ঠাকুরঘরে, পূজারিণীর বেশে।
একটু পরে স্তোত্র শুনি মন্ত্র-গুঞ্জরণ
ঠাকুর মা ও মায়ের কথা তুল্‌ল ভ'রে মন॥

তারপরেতে খোঁজটি নেবে রান্না ঘরে গিয়ে
সকল কিছু হচ্ছে কিনা ঠিক ঠিক মিলিয়ে,
পটলার যে পেটের অসুখ, বিন্দির জল-সাবু
কালকে রাতে সর্দ্দি-জ্বরে ক'রেছে তারে কাবু।
যার যেমন তার তেমন হচ্ছে কিনা ঠিক
মনের ফর্দ্দ মিলিয়ে নেবে, দেখেই চারিদিক,
এরি মাঝে হয়ে গেছে কখন কাপড় ছাড়া
ছেলেরা সব নাইতে গেছে, আপিস যাবার তাড়া
আমার কেবল আছে ছুটি অখণ্ড অবসর
কাগজগুলো টেনে নিয়ে পড়ছি পরের পর॥

ঘড়ির দিকে পড়লো চোখ, বাজতে চলে ন'টা
আসবে এবার কক্ষে নিয়ে, দেখব রূপের ছটা।
সোনার অঙ্গে ছোপ লেগেছে, মেটে মেটে রঙ্
কাঁচা সোনায় খাদ মিশেছে, তামার একটু ঢঙ্
খেজুর গাছের সেঁজো রস, নয়কো সেটা তাড়ি
যৌবনেতে ছিলই যেটা একটু বাড়াবাড়ি।
চোখের দৃষ্টি এখন যেন মাটির পিদিম জ্বালা
তড়িৎ-শিখা ছিল তখন পরালে যবে মালা॥

কপালেতে বলি রেখার একটু আভাস যেন
তিলের পাশে টোল খাওয়া ঐ গাল দুটিতে কেন
নেইকো সে রঙের আভাস, নীল শিরাটির পাশে
আজকে তারা মিলিয়ে গেছে কালেরি নিঃশ্বাসে।
টিকের আগুন উঠছে জ্ব'লে দিচ্ছ যখন ফুঁ
তারি আভায় রূপটি দেখে মন ব'লছে, হুঁ ।
ফেলনা মোটে নয়কো এটা, কাব্য লেখা চলে
আফ্‌সোসেতে ম'রতে হ'তো দেখিনিক ব'লে॥

[৯]

ওগো মোর, রাণী,
তোমারে বাসি না ভালো, এইটুকু জানি,
তবু কেন আঁখি দুটি লুব্ধ সে ভ্রমর
চেয়ে রয় মেলি ডানা যাওয়া-পথে তোর ?
কাছে এলে, মন-বীণা বাজে কেন জোর
হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে, অপূর্ব্ব সঙ্গীত
অশ্রুত সে গীত,
কেন সে বাজিয়া ওঠে মোহনীয়া সুরে
হৃদয়ের পুরে ?

নেই কাছে, তবু মন কথা তোর ভাবে,
কিসের অভাবে,
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন স্বাদহীন মন
থাকে অচেতন,
চমকিয়া জেগে উঠে তন্দ্রা ভেঙ্গে দেখি
তোর ছবি, একি !
মন ঊর্ণনাভ-জাল ক'রেছে রচনা
করিয়া বঞ্চনা,
জাগ্রত চেতনা ॥

[১০]

সুন্দর তব অতি অপরূপ মন-বিগলিত হাস্য
মধুর মূরতি চঞ্চল গতি ঠিকরি চরণে লাস্য।

মুগ্ধ চকোর রূপেতে বিভোর,
গরবিণী তাই আজি মন-চোর ?
হেলায় ছড়াস্ মথিয়া বাতাস
হেম অঙ্গের কুসুম সুবাস ?
পাগল মন তাই উন্মন
করে চরণে দাস্য,
সুন্দর তব অতি অপরূপ
মন-বিগলিত হাস্য ॥

ঐ যে সজ্জা ঢাকিতে লজ্জা
ও কি রে শুধুই বহির্বাস ?
রেখার লেখায় কবিতা ছড়াস্
হিয়া দুরুদুরু গভীর শ্বাস্।

শঙ্কা সরম অতি মনোরম
রূপ বিগলিত চন্দ্রকলা,
মঞ্জরিত ঐ ভাবের কলিটি
রচনা উহার করিতে ছলা ?

মঞ্জীর-হীন চরণের ধ্বনি
ও কি রে শুধুই শব্দ ?
তালে তার কেন হারাইয়া ফেলি
আজিকার শক-অব্দ ?

ফিরে আসে মনে সেদিনের সুর
কালিন্দী-কূলে সাধা
মরমীয়া ওই ধ্বনি যেন বলে,
'আসে মানময়ী রাধা' ॥

[১১]

ফিরফিরে ঠোঁট দুটি
উসখুস চুল,
মুক্তার সারি ব'লে
দাঁতে করি ভুল।
বাঁকা ঐ হাসিটি
মরমীয়া বাঁশীটি,
হৃদয়ের তটে এসে
আছাড়ে দু'কূল,
ফিরফিরে ঠোঁট দুটি
উসখুস চুল ॥

আধো এসে ফিরে যাও
নূপুরের ছন্দে,
মাতাল করে যে হিয়া
কুসুমের গন্ধে ;
ধানী রঙ ঐ শাড়ী
নিয়েছে যে মন কাড়ি',
সরমের বাঁধ ভাঙ্গি'
হৃদয় আকুল ;
ফিরফিরে ঠোঁট দুটি
উসখুস চুল ॥

কাছে এসো যেয়ো নাকো
একটু দাঁড়াও,
চাঁপার কলির মত
হাতটি বাড়াও।
ঐ হাতে রাখি হাত
কেটে যাক সারা রাত।
আলসে রাখিতে পার
মাথাটি কাঁধে,
দেখে নেব কবরী ও
বাঁধা কি ছাঁদে॥

নয়নেতে রেখেছ কি
বিজুলি-ঝলক,
নিমেষেতে খেলে যায়
পলকে পলক।
কত কথা ক'য়ে যায়
বুঝিতে পারি না তায়,
তাই বুঝি ভাব মোরে
নিতান্ত বালক?
তুলতুলে গাল দু'টি
পাখীর পালক॥

নিজের গরবে তুমি
নিজেই মোহিত,
তাই ওই ছলা কলা
আমার সহিত ?
কিবা রস-রঙ্গে
দাঁড়াও ভ্রূ-ভঙ্গে,
পরাণে আছাড়ি' ভাঙ্গে
পরাণের কূল,
ফিরফিরে ঠোঁট দুটি
উসখুস চুল ॥

[১২]

দু'নয়ন ঝুরে ফিরে মনেতে হুতাশ,
পূরিল না আজি মন-আশ ?
আসিল না প্রিয় ওর ছিঁড়ে ফেলে ফুল-ডোর
হু-হু ক'রে মন-বায়ু ফেলে দীর্ঘশ্বাস
মনেতে হুতাশ।

আনমনে হেরে শুধু সমুখের পথ ;
সময় গিয়েছে চ'লে আসিবার রথ ?
কখন গিয়েছে বেলা ফুরায়ে আলোর খেলা
আঁখি দু'টি ওই মেলা,—কোথা সেই রথ ?

আঁধার গগনে ফোটে জোছনার হাসি
মেঘের চিকুরে শোভে তারকার রাশি,
চোখেতে প'ড়েছে তাই
জ্বালার যে অন্ত নাই :
আসিবে বলিয়া প্রিয় আছে পরবাসী
মিলায়ে গিয়েছে ওর মুখের সে হাসি ॥

গুঞ্জন

দগ্ধ সে হৃদি ব্যথা কেমনে ও ভোলে ?
শতধা বিদীর্ণ হিয়া কাতরে যে দোলে,
বসনে পড়িল ছাই
চোখের কাজল ভাই
কপোল বাহিয়া নামে অশ্রুতে গ'লে
দগ্ধ সে হৃদি ব্যথা কেমনে ও ভোলে ?

আসিতে নাহি বা যদি ছিল তার মন
আসিবে বলিয়া কেন লিখিল অমন !
সারাটি ধরিয়া দিন
সাজায়েছে তনু ক্ষীণ
বাজায়ে মনের বীণ,
নিরালায় মন,
আসিবে বলিয়া কেন লিখিল অমন !

পুরুষে বোঝে না কেন নারীর কথা
মাটিতে আছাড়ি' কাঁদে স্বর্ণ-লতা।
কাঁদায়ে প্রাণ-প্রিয়া
কোথা সে মোহনীয়া,
বিশ্বে কাঁদিয়া মরে বিরহী রাধা
বিরলে বসিয়া চলে বাঁশী কি সাধা ?

[১৩]

বুকের মাঝে মাথাটি রেখে ব'ল্লে প্রিয়া হেসে
"তোমায় যেন আবার পাই এমনি বঁধু-বেশে",
গেনু অবাক্ মানি',
ব'লনু তারে, "রাণী,—
কী পেলি তুই আমার মাঝে সত্যি ক'রে বল্
শুধুই এটা কথার কথা, মন-ভুলান ছল ?"
ছলছল আঁখির কোণে নয়ন-জলের বিন্দু ;
নদী যেন উলটে চলে ত্যজি' আধার সিন্ধু।
ফিরতি গতি অতি আমন্থর
পথিক যেন ফিরছে পুনঃ ঘর।
আছে সেথায় তুচ্ছতার প্রতিদিনের দ্বন্দ্ব
মুক্তগতি ঘিরবে অতি একঘেয়েমি ছন্দ !
তবুও তারে ফিরতে হয় অদৃশ্য কোন্ টানে
কান্না-হাসি-মুখর সেই ছোট্ট ঘরের পানে।
তেমনি ধীরে গড়িয়ে পড়ে দুইটি ফোঁটা জল
হৃদয় দিয়ে বুঝনু তারে নয়কো সেটা ছল।
তর্ক করা বুদ্ধিটাই তর্ক তুলে সোজা,
ঘুলিয়ে দিল সকল কিছু বোঝা,
ব'ল্লে ও সে, কী বা এমন দিয়েছিস রে সত্যিকারের ধন
তাইতে পাবি মন ?

তৃপ্তি ভরে তাইতে বলে আবার যেন আসি
তোমার ঘরে মাজতে বাসন-রাশি।
পায়নি কোন বাদশাজাদা নারীর ওই মন
দিন-মজুরের সাধ জেগেছে পেতেই সেই ধন!
আবার চেয়ে দেখি,
অভিনয়ের জল সে নয়, নয়কো তাহা মেকি।
মন-সাগরের একটু যে ঐ ঢেউ
ভাসিয়ে দেছে কেউ,
স্পষ্ট যায় চেনা,
সোহাগ ভরে ব'লছে যেই, "তোমারি চির-কেনা॥"

[১৪]

মিলনের মধুরাতি বৌদ্ধ পূর্ণিমায়
লজ্জাসহ নম্রপদে কুসুমসজ্জায়
ধীরে ধীরে কাছে আসে প্রণয়িনী মোর,
যার লাগি কত নিশি হইয়াছে ভোর
কল্পনার ইন্দ্রজাল করিয়া রচনা,
মূর্তিমতী রূপ ধরি' আজি সেই জনা
আসিল নিভৃত কক্ষে। ভরি' চিত্তলোক
অপূর্ব্ব দোলন ছিল। বাহিরে আলোক,
জ্যোৎস্নার প্লাবনেতে ধৌত করি' দিয়া
মাটির এ পৃথিবীরে চলিতেছে নিয়া
কোন এক রূপতীর্থে, প্রিয় অভিসারে,
যেমনি আসিল প্রিয়া অর্দ্ধরাত্রে দ্বারে
চীনাংশুকে আবরিয়া।

কণ্ঠে ফুলহার,
পরাল কি যুঁইফুল দেহ দিয়ে তার?
কর্ণের ভূষণ,
স্বর্ণচাঁপা দুল হ'য়ে দোলে অনুক্ষণ?
দু'হাতের বালা,
বেলফুল নিজ হ'তে গেঁথে দেছে মালা?

স্বপ্ন

মাথার মুকুট,
রঙিন ফুলের। সব জুড়ি পত্রপুট
রজনীগন্ধারে গিয়ে কহিয়াছে ধীরে
আমাদের সাথে তুমি সাথী হ'য়ে কিরে
রচনা করিয়া দেবে নব-শিরস্ত্রাণ,
নিশীথের গন্ধস্রোতে করাইতে স্নান
কাজল-কুন্তলে যেই কবরী সৃজন
করিয়াছে গোধূলিতে মিলি সখীগণ ?

জানিনাক, সেই কতক্ষণ,
এ আনন্দ-সমাধিতে মগ্ন ছিল মন।
কঙ্কণ-ঝঙ্কার
চেতনারে ফিরাইয়া আনিলে আবার,
চেয়ে দেখি, নত নেত্রে দাঁড়াইয়া প্রিয়া
স্বপ্ন-পরিচিত চক্ষে, উদ্বেলিত-হিয়া।
দুই হাতে, ধরিয়া চিবুক
মোর বুকে রেখেছিনু তারি যেন মুখ।
আকুল আগ্রহভরে মুখে তার চেয়ে
বিস্ফারিত ওষ্ঠ হ'তে গিয়েছিল ধেয়ে
শুধু এই কটি কথা, 'ভালবাস কি না,'
লজ্জিতের কণ্ঠে শুনি, 'আমিত' জানি না' ॥

৮

চতুর্দ্দশ বৎসর

স্বল্প নহে, একটানা করিতেছে ঘর।
রোগে তাপে করিয়াছে কুণ্ঠাহীন সেবা,
তুষিয়াছে সর্ব্ব জনে। আসিয়াছে যেবা
অযাচিত করুণার লভিয়াছে দান।
কল্যাণীর চারু হস্তে স্পর্শ লভি' প্রাণ
সর্ব্বদিকে অফুরান গড়াইয়া যায়।
সন্তানের সাথে অতি তুচ্ছ সে খেলায়
অর্থহীন প্রলাপের সুরের গুঞ্জনে
ধ্বনির ললিত স্রোত এসে যেন ক্ষণে
ভ'রে তোলে চিত্তলোকে অপূর্ব্ব সঙ্গীত
সংসারের ছোট কোণে ব'হে আনে হিত
প্রতিদিবসের ছন্দ। রাত্রি মধুরতা
গ'ড়ে তোলে মনোরম প্রসন্ন স্নিগ্ধতা
সে চিত্তের গ্লানিহীন স্পর্শ করি' দান।
জীবন-নদীতে মোর ডাকাইয়া বান
ভাসাইয়া চলে এই সংসার-তরণী
ঝড়, ঝঞ্ঝা, মন্দবায়ে। মোর সে ঘরণী
ছিঁড়িতে চাহেনি কভু সূক্ষ্ম ভাগ্যডোর
বাঁধা যা হইয়া গেছে এক সাথে ওর
প্রথম মিলনরাত্রে বৌদ্ধ পূর্ণিমায়।

তবু ত রে হায়
পারিল না দিতে আজো সঠিক উত্তর।
জিজ্ঞাসিলে পুনঃপুন রহে নিরুত্তর।
ভাল লাগে—এইটুকু আছে তার জ্ঞান।
ভালবাসা কারে কয় রহিয়া অজানা॥

[১৫]

নীলাকাশে রূপালী জ্যোৎস্না
সাদা মেঘে ঢাকিল পলক ;
ঠিক যেন কিংশুক ওড়না
ঢাকা মুখে রূপের ঝলক ।

চ'লে গেছে বলাকার দল
রেখে গেছে পালক তাদের ;
তুলি ক'রে তাই নিয়ে যেন
মাখিয়েছে কোণটি ছাদের ।

পেতেছি মাদুর অইখানে
আঁকা পিঠে ময়ূর-পাখ্না
রূপোর ক'রল তারে চাঁদে
দিয়ে তারে আলোর ঢাকনা ।

বালিখসা দেয়ালের কোণ
কেমন অপূর্ব্ব লাগে আজ ;
পথ চেয়ে আছি শুধু ব'সে
কখন আসিবে মোর 'তাজ' ।

মম্‌তাজ ?—ছোট হ'য়ে গেছে
ওর প্রেম তার চেয়ে বেশী ;
নিজ হাতে ফুটায়েছে কি সে,
যত ফুল, দেশী কি বিদেশী ?

ভাঙ্গা কড়া, ফেলে দেয়া টিন
সযতনে পুঁতে তাতে বেল,
সোহাগে সে করিয়া যতন
ফুটায়েছে, অই যে অঢেল !

মন ছেয়ে আছে ওর আজো
কিশোরীর স্বপনের ঘোর,
জড়ায় কোমল বাহু দিয়ে
বলে, 'ওগো, মোর মন-চোর,

অনেক নিয়েছি কি সময়
গা'ধুয়ে আসিতে এই ছাদে ;
দেখ, দেখ চেয়ে ওই দূরে
চাঁদেরে ফেলেছে মেঘ ফাঁদে !

গুঞ্জন

তারপর অতি ধীরে ধীরে
থেমে যায় যত তার কথা,
নয়ন মেলিয়া দূরে চেয়ে,
পাঠায় কি হেথার বারতা ?

নিঃশ্বাসে ফুলের গন্ধ আসে
চাঁদে মেঘে লুকোচুরি খেলা ;
অরূপ ময়ূর-সিংহাসনে
ব'সে দোঁহে কাটে রাত্রিবেলা।

[১৬]

চাঁদের স্বপন শুধু থাকে যদি বুকে
রোমাঞ্চিত মুগ্ধ তনু কদম্ব কেশর,
না যদি মিলায় হাসি প্রিয়া চারু মুখে
তাহার অন্তররাজ্যে যাহার বাসর
কে যাচিয়া ফিরে হেথা ধূলার আসর ?

শান্ত দুই নম্র চোখে দীপ্তিময়ী শিখা
তাহারি আলোকে চাহি প'ড়ে নিতে লিখা
দেহের অতীত যেই প্রেম গুপ্ত আছে
তাইতো শিখিতে চাহি আজি তোর কাছে
প্রদীপ্ত নয়ন তোল, ওগো মালবিকা ॥

খঞ্জনের নৃত্য চোখে, লাস্যের হাসি
রঙ্গভরা সেদিনের ভালোবাসা-বাসি
আজি তাহা শান্ত হোক,—মঙ্গলের দূত
দেখাক আজিকে পথ আঁখির বিদ্যুৎ।
অনন্ত জিজ্ঞাসা মোর নাহি পায় সীমা
তারি খোঁজে সাথী হও, হ'য়ো নাক ভীমা ॥

গুঞ্জন

বাসনা-কারায় বন্দী আছে যেই প্রাণ
অধীর ব্যাকুল আজি, করিছে সন্ধান
কোথায় রয়েছে সেই অনন্ত প্রেরণা
ক্ষণে যার স্পর্শ লভে সুষুপ্ত চেতনা ;
জাগরণে মিলায় সে কোথা বহুদূর।
কাছে এসো, হ'য়োনাক প্রণয়বিধুর ;
অর্দ্ধাঙ্গিনী তুমি মোর, আধেক সে ভার
যদি যেচে নাহি লও, কোথা দেখা তার
পাব বল একা আমি ?— অর্দ্ধেক না চাই
আজিকে তোমারে প্রিয়া সঙ্গে নিয়ে তাই
আকুল অন্তরে বসি' চাহি ঊর্দ্ধলোক
চারি চোখে খুঁজিব সে কোথায় গোলোক ॥